ষষ্ট দারস

الدرس السادس

'গোসল করাঃ

الغسل

গোসল করা বলতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে সমস্ত শরীরকে পানি দিয়ে ধোয়া। নাক ঝেড়ে ও কুল্লি করে সমগ্র শরীরকে ধুবে তবেই গোসল সঠিক হবে। আর পাঁচটি জিনিসের কারণে গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন,

প্রথমতঃ জাগ্রত অথবা নিদ্রাবস্থায় উত্তেজনা সহকারে নর-নারীর বীর্যপাত হওয়া। তবে যদি বিনা উত্তেজনায় বীর্যপাত ঘটে যেমন, রোগ অথবা অত্যধিক ঠান্ডার কারণে ঘটা, তাতে গোসল ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ যদি স্বপ্নদোষ হয় আর বীর্য বা বীর্যের কোন চিহ্ন না পায়, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি বীর্য বা তার চিহ্ন পায়, তবে গোসল ওয়াজিব হবে, যদিও স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না থাকে।

দ্বিতীয়তঃ লজ্জাস্থানের সাথে লজ্জাস্থানের মিলন ঘটা। অর্থাৎ, পুরুষ লিঙ্গের স্ত্রী লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ ঘটা, যদিও বীর্যপাত না ঘটে।

তৃতীয়তঃ মাসিক ও নেফাস (প্রসবজনিত রক্ত) বন্ধ হয়ে যাওয়া।

চতুর্থতঃ মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব।

পঞ্চমতঃ যখন কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করে।

অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যা হারাম

অপবিত্র হওয়া নারী-পুরুষ উভয়ের গুণ। সহবাসের কারণে অথবা সহবাস ছাড়াই উত্তেজনার সাথে বীর্যপাতের কারণে কিংবা স্বপ্নদোষের কারণে। কিছু জিনিস অপবিত্র ব্যক্তির উপর হারাম হয়। যেমন,

১। নামায পড়া

২। তাওয়াফ করা

৩। অনুরূপ কুরআন শরীফ স্পর্শ করা, কোথাও নিয়ে যাওয়া, অনুরূপ চুপি চুপি অথবা সশব্দে মুখস্থ বা কুরআন দেখে তা পাঠ করা ইত্যাদি।

৪। মসজিদে অবস্থান করা। তবে মসজিদ হয়ে কোথাও যাওয়াতে দোষ নেই। অনুরূপ অপবিত্রতাকে অযূ করে হালকা করে নিলে মসজিদে অবস্থান করতে পারবে।